উপকূলের জোয়ার ভাটায় লোনা জলে সোনা ফলায় আজিজ

উদ্যোক্তাঃ আব্দুল আজিজ

পিতাঃ মৃতঃ কেনায় মোড়াল
প্রতিষ্ঠানঃ ভাই ভাই সফ্টসেল কাঁকড়ার খামার
ঠিকানাঃ গ্রাম-দাতিনা খালী, ৭ নং ওর্য়াড
ইউনিয়নঃ বুড়িযেগালিনী
উপজেলাঃ শ্যামনগর; জেলা-সাতক্ষীরা।
যোগাযোগঃ ০১৭১৮৯৩০৩১৫
উদ্যোক্তার আইডিঃ
উদ্যোক্তার সদস্য কোডঃ ৩১৬৩

সফ্টসেল কাঁকড়া চাষী আব্দুল আজিজ

প্রেক্ষাপটঃ

১৯৯৭ সালের কথা, আব্দুল আজিজ তখন বাদা করতেন মানে জঙ্গলে কাঠ কেটে জীবিকা নির্বাহ করতেন। তিনি তার দল নিয়ে বনে কাঠ কাটছিলেন এমন সময় তার পাশের এক সহপাঠিকে বাঘ আক্রমন করে তুলে নিয়ে যাচ্ছিলেন, আজিজ হাতে থাকা কুড়াল নিয়ে ঝাপিয়ে পড়েন বাঘের উপর। বাঘের সাথে রীতিমতো ধস্তাধস্তির এক পর্যায়ে বাঘের মুখ থেকে ছিনিয়ে আনেন তার সহকর্মীকে, কিন্তু বাঁচাতে পারেননি। এই ঘটনার পর থেকে তিনি আর বাদা করেন না। এরপর ২০০১ সালে যুক্ত হন নওয়াবেঁকী গণমুখী ফাউন্ডেশন এর সাথে, সেসময় সমিতি থেকে ১০,০০০/- টাকা ঋণ নিয়ে কলবাজারে মাছ কেনাবেঁচার কাজ শুরু করেন। কথা বলছিলাম আব্দুল আজিজের সাথে, বর্তমানে ৫৫ বছর বয়সী আব্দুল আজিজ বসবাস করেন সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর উপজেলার সুন্দরবন সংলগ্ন বুড়িগোয়ালিনী ইউনিয়নের দাতিনাখালী গ্রামে।

আব্দুল আজিজের সংসারে ৩ ছেলে ১ মেয়ে, বড় মেয়ের বিবাহ দিয়েছেন। বড় ছেলে এসএসসি পাশ করে বাবার ব্যবসার সাথে যুক্ত আছেন। ছোট ২ ছেলে লেখাপড়া করছেন। উপকূল অঞ্চলে জোয়া ভাটার দোলা চলে আব্দুল আজিজের জীবনেরও উত্থান পতন চলছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ এর সাথে মোকাবেলা করে বারবার পরিবর্তন হয়েছে তার জীবিকায়নের উৎস। কিন্তু বিগত ২০০৭ এ সিডর এবং ২০০৯ এ আইলায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির পর আব্দুল আজিজ কাঁকড়া মোটাতাজাকরণ ব্যবসার দিকে ঝুঁকে পড়েন। তিনি ধাপে ধাপে এনজিএফ এর বুড়িগোয়ালিনী শাখা থেকে ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ সুবিধা পেয়েছেন। ঋণ সুবিধার পাশাপাশি তিনি পেজ প্রকল্পের আওতায় আধুনিক কাঁকড়া চাষের উপর প্রশিক্ষণ পেয়েছেন এবং কাঁকড়ার বাজার ব্যবস্থার সংযোগ স্থাপন কর্মশালা অংশগ্রহনের সুযোগ পাওয়ায় দেশের কাঁকড়া খাতের সাথে সংশ্লিষ্ট বায়ারদের সাথে তার যোগসুত্র স্থাপিত হওয়ায় ব্যবসায়িকভাবে তিনি লাভবান হয়েছেন। ২০১৮ সালের শুরুর দিকে তিনি হার্ডসেল থেকে সফ্টসেল কাঁকড়া ফার্মের দিকে মনোনিবেস করেন এবং বেলাল সাহেবের ফার্মে কাজ করে সফ্টসেল ফার্মের যাবতীয় বিষয়াদি আয়ত্ব করে ২০১৮ সালের জুলাই মাসে নিজস্ব উদ্যোগে "ভাই ভাই সফ্টসেল কাঁকড়ার খামার" প্রতিষ্ঠা করেন। শুরুতে ৮ হাজার বক্স দিয়ে সফ্টসেল কাঁকড়া উৎপাদন শুরু করেন এবং প্রথম বছরেই কাংখিত মাত্রায় উৎপাদন হওয়ায় ফার্মে বিনিয়োগ বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত গ্রহন করেন।

এসইপি প্রকল্প সংশ্লিষ্টতাঃ

ভাই ভাই সফ্টসেল কাঁকড়ার খামার" এর টেকসইতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পরিবেশবান্ধব খামার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আব্দুল আজিজ এসইপি প্রকল্পের আওতায় গত ৩১/১০/২০১৯ ইং. তারিখে এনজিএফ এর বুড়িগোয়ালিনী শাখা থেকে ৬,০০,০০০ (ছয় লক্ষ) টাকা ঋন গ্রহন করেন। উক্ত টাকা দিয়ে তিনি ফার্মের আকার বড় করার লক্ষ্যে অতিরিক্ত আরো ৮,০০০ (আট হাজার) কেজ/বক্স ক্রয় করে সফ্টসেল কাঁকড়া উৎপাদন শুরু করেন। ফার্মে অতিরিক্ত আরো ৪জন কর্মচারী (২ জন নারী ২ জন পুরুষ) নিয়োগ দিয়ে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন ভাবে পরিবেশবান্ধব নীতিতে খামারটি পরিচালনা শুরু করেন। ভাইভাই সফ্টসেল কাঁকড়ার খামারে মানসম্মতভাবে কাঁকড়া উৎপাদন এবং পরবর্তীতে আধূনিক প্রসেসিং ও প্যাকেজিং হওয়ায় উৎপাদিত কাঁকড়া দেশীয় বাজারজাত করনের পাশাপাশি এজেন্ট কর্তৃক বিভিন্ন দেশে রপ্তানি হচ্ছে। এসইপি প্রকল্পের আওতায় খামারের পরিবেশগত বিষয়গুলির উপর প্রশিক্ষণ পাওয়ায় খামারটি প্রকল্প সংশ্লিষ্ট সামাজিক ্ও পরিবেশগত কাঠামো ্ও নিয়ম নীতি মেনে পরিচালিত হচ্ছে।

সম্প্রতি বিশ্বব্যাপী করোনা ভাইরাসের প্রাদূর্ভাব এবং প্রাকৃতিক দূর্যোগ আম্ফান এর কবলে পড়েছেন আজিজ মিয়া। সুপার সাইকেèান আম্ফানে ফার্মের ৭ হাজার বক্সের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে এবং একটি ঘর ভেংগে পড়ে। আম্ফান পরবর্তী সময়ে কোন সহযোগিতা না পেয়ে আবারো তিনি ধার দেনা করে ফার্মকে পূর্বে অবস্থায় ফিরিয়ে এনে উৎপাদন চালু করেছেন। বর্তমানে তিনি তার সকল কর্মচারীদের পরিবেশগত অঙ্গিকারনামা মেনেই ফার্মটি পরিচালনা করছেন।

কাঁকড়ার বর্জ ব্যবস্থাপনায় তিনি একটি কার্যকরী যোগসুত্র স্থাপন করেছেন। বুড়িযোলিনী কাঁকড়া ক্লাষ্টারে সফ্টসেলের বর্জ্য বিশেষ করে খোলস গুলি এখানে সেখানে না ফেলে সবাইকে বস্থাবন্দি করে রাখতে বলছেন এবং বস্তা ভরে গেলে বস্থাপ্রতি ১৫ টাকা দরে ক্রয় করে ফিড মিলে বিক্রি করছেন। এভাবেই তিনি ক্লাষ্টার এর পরিবেশ উন্নয়নে ভুমিকা রেখে ব্যবসা পরিচালনা করছেন।

ছবিঃ উপকূলের জোয়ার ভাটায় লোনা জলে সোনা ফলাচ্ছে আব্দুল আজিজ

পরিবেশগত উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতিঃ

সফ্টসেল কাঁকড়া উৎপাদন ও বিপনন ব্যবসার সম্প্রসারণ, উৎপাদিত পণ্যের গুনগতমান, গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আব্দুল আজিজের খামারের পরিবেশগত উন্নয়নে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণের প্রতিশ্রুতি ঋণ চাহিদা পত্রে প্রদান করেন। উক্ত পরিবেশগত উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডসমূহ আগামী একবছর সময়সীমার মধ্যে বাস্তবায়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছিলেন সেগুলো নিম্নরূপঃ

1. খামারের ভিতরে ও বাহিরে পরিষ্কার পরিচ্ছনতা বজায় রাখা ।
2. কাঁকড়ার খোলস বা বর্জ্যব্যবস্থাপনায় উদ্যোগ গ্রহণ করা।
3. শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ঝুকি ও নিরাপত্তার জন্য Personal Protective Equipments বা ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য সুরক্ষা সরঞ্জাম (যেমনঃ মাস্ক, গ্লাভস ইত্যাদির) ব্যবহার নিশ্চিত করা।
4. কারখানায় শ্রমিকদের হাত মুখধোঁয়া ও পান করার জন্য বিশুদ্ধ ও নিরাপদ পানির ব্যবস্থা রাখা।
5. নারী ও পুরুষ শ্রমিকদের জন্য পৃথকভাবে স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেটের ব্যবস্থা করা।

পূর্বে

সফ্টসেল কাঁকড়ার খামারের আইল/ডাইকে অথবা এখানে সেখানে এভারেই কাঁকড়া খোলস পড়ে থাকতে দেখা গেছে, যা দূগন্ধ ছড়ায়ে এলাকার পরিবেশ দূষণ করেছে।

পূর্বে সফ্টসেল কাঁকড়ার খামারের নিজস্ব কর্মচারীরা প্রতিনিয়ত এভাবেই অরক্ষিত অবস্থার খামারের কাজ পরিচালনা করতেন এবং কর্মরত কর্র্মীরা নানা ধরনের স্বাস্থ্যগত ঝুঁকিতে থাকতেন।

প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বাস্তবায়িত পরিবেশগত উন্নয়মূলক কর্মকান্ডসমূহঃ

সাসটেইন্যাবল এন্টারপ্রাইজ প্রকল্পের আওতায় ঋণ গ্রহনের পূর্বে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতির আলোকে সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তা নি◌œ উল্লেখিত সামাজিক ও পরিবেশগত উন্নয়নমূলক কার্যক্রমসমূহ তাঁর প্রতিষ্ঠানে বিগত কয়েক মাসে বাস্তবায়ণ করতে পেরেছেন।

1. খামারের ভিতরে ও বাহিরে পরিষ্কার পরিচ্ছনতা বজায় রেখে খামারের কাজ পরিচালিত হচ্ছে।
2. কাঁকড়ার খোলস বা বর্জ্রব্যবস্থাপনায় বালতি স্থাপন করে বর্জ্য বস্তায় সংগ্রহ করে প্রতিবস্তা ১৫টাকা দরে ক্রয় করে ফিড মিলে বিক্রির ব্যবস্থা করেছেন।
3. শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ঝুকি ্ও নিরাপত্তার জন্য Personal Protective Equipments বা ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য সুরক্ষা সরঞ্জাম (যেমনঃ মাস্ক, গ্লাভস ইত্যাদির) ব্যবহার নিশ্চিত করা হয়েছে।

4. কারখানায় শ্রমিকদের হাত মুখধোঁয়া ও পান করার জন্য বিশুদ্ধ ও নিরাপদ পানির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।
5. নারী ও পুরুষ শ্রমিকদের জন্য পৃথকভাবে স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেটের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

বর্তমানে ভাই ভাই সফ্টসেল কাঁকড়া খামারে শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ঝুকি ও নিরাপত্তার জন্য Personal Protective Equipments বা ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য সুরক্ষা সরঞ্জাম (যেমনঃ মাস্ক, গ্লাভস ইত্যাদির) ব্যবহার নিশ্চিত করে খামারটি পরিচালিত হচ্ছে।